দৈনিক খবর

তারিখ 30 NOV 1992
পৃ: 7 কলাম 66

40

আনসার ভিডিপি সমাবেশে খালেদা জিয়া

শিক্ষার প্রসার ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে কাজ করুন

বাসস, জয়দেবপুর, ৩০ নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল রোববার গাজীপুর জেলার শফিপুরে আনসার ও ভিডিপি'র ঢাকা বিভাগীয় স্পেশাল রেঞ্জের সমাবেশে বক্তৃতাকালে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের প্রতি দেশে শিক্ষার প্রসার ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জনগণকে উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে দেশব্যাপী চেতনার সঞ্চার করতে হবে।

আনসার ও ভিডিপি সংস্থাকে নিপীড়িত জনগণের কল্যাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্র ও উন্নয়নের স্বার্থে স্থিতিশীলতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সমাজে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার কাজে আনসার ও ভিডিপি সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সন্ত্রাস বিরোধী বিলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বেগম জিয়া বলেন যে, জনগণের স্বার্থেই এটার প্রয়োজন ছিল। তিনি বলেন, গণতন্ত্র এবং

২ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার প্রসার ও ক্ষুধার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সন্ত্রাস একসাথে থাকতে পারে না।

আনসার ও ভিডিপি সংস্থার বিকাশে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, শহীদ জিয়াই প্রথম আনসার ও ভিডিপিতে মহিলা নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। কারণ তিনি মহিলাদের অগ্রগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী, আনসার-ভিডিপি পরিদফতরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সৈয়দ বদরুজ্জামান, উপ-পরিচালক এ কাশেম এবং ইউনিয়ন লিডার বাবুল চৌধুরী ও হামিদাইয়াসমিন।

বাণিজ্যমন্ত্রী এম কে আনোয়ার, জ্বালানিমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, ধর্মপ্রতিমন্ত্রী প্রফেসর এ মান্নান এবং সংসদ সদস্যসহ বিভিন্ন পদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তুলতে চায়। তিনি বলেন, গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় দেশে উৎপাদনশীলতার রাজনীতির প্রবর্তন করা হয়েছে। জাতি আপনাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে বলে উল্লেখ করে বেগম জিয়া আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের তৎপরতা আরও জোরদার করার আহবান জানান। তিনি বলেন, আনসার ও ভিডিপি'র ৪৫ লাখ সদস্য তাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে অপরের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে। আনসার ও ভিডিপি'র ৪৫ লাখ পরিবারের উন্নয়নের অর্থ হবে দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের উন্নয়ন। বেগম জিয়া তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। দেশের ৬৪টি জেলার ৬৪টি থানায় আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের পরিচালিত পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতে দেশের সবগুলো থানাকে এই কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হবে। তিনি বলেন, জনসংখ্যা সমস্যাকে নিয়ন্ত্রিত করা না গেলে উন্নয়নের সমস্ত প্রচেষ্টাই বানচাল হয়েযাবে।

বেগম জিয়া ইউনিসেফের সহায়তায় পরিচালিত আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের স্যানিটেশন কর্মসূচীরও প্রশংসা করেন। আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের অর্ধাংশ মহিলা হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে বেগম জিয়া বলেন যে, এ সব মহিলা সদস্য দেশের মহিলা সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারবে। তিনি বলেন, আনসার ও ভিডিপি'র ৪৫ লাখ সদস্যের প্রত্যেকে যদি একটি করে গাছ লাগায় তাহলে আরও ৪৫ লাখ গাছ পাওয়া যাবে। বৃক্ষ রোপণকে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জানতে পেরে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে।

সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের জনসংখ্যার প্রধান অংশ গ্রামে বাস করে বলে গ্রামই হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র। বেকার জনগণের আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য তিনি দেশে কুটির শিল্পের প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আনসার ও ভিডিপি'র সদস্যরা পল্লীর উন্নয়নে তাদের প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাবেন বলে বেগম জিয়া আশা প্রকাশ করেন।

আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার সম্ভাব্য সবকিছুই করবে।

দায়িত্ব পালনে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রধানমন্ত্রী আনসার ও ভিডিপি'র কয়েকজন সদস্যের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন তিনি আনসার একাডেমী প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষ চারাও রোপণ করেন

আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রদত্ত অপর এক বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হওয়ার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ওপর বিশেষভাবে জোর দেন। চোরাচালানের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়ে তিনি কর্মকর্তাদের বলেন যে, সমাজের সচেতন সদস্য হিসেবে তারা বনভূমি ধ্বংসের বিরূপ ফলাফল সম্পর্কেও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাদের বৃক্ষ রোপণ ও খাল কাটার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।